

HSC 2023

শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কোর্স

[মানবিক বিভাগ]

HSC 2023

শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কোর্স

[মানবিক বিভাগ]

Economics

"মুদ্রা ও ব্যাংক এবং সরকারি অর্থব্যবস্থা"

Date:	Class Time:	Program:	Class:	Subject:
Teacher Name:		Class Name:	Admin:	Studio:

10 MINUTE SCHOOL

Topic Name	Duration (Min)	Total CQ Practised	Total MCQ Practised	Total Poll Fired	Promotional Content (Time Stamp)
Summary					

মুদ্রা বা অর্থ কী?

মুদ্রা বা অর্থ বলতে এমন এক বিনিময় মাধ্যমকে বুঝায় যার রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি ও সর্বজনগ্রহণযোগ্যতা রয়েছে, যা দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিমাপক হিসেবে কাজ করে, দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করে এবং সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে।

মুদ্রা বা অর্থ কী?

অর্থ হলো রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত, সকলের গ্রহণযোগ্য এমন একটি বিনিময় মাধ্যম যা মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে, দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করে, সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে এবং ঋণের চুক্তি মিটিয়ে থাকে।

1 Medium –
2 Measure
3 Standard
4 Store

মুদ্রা বা অর্থ কী?

অর্থের বৈশিষ্ট্য:

১. অর্থ হলো রাষ্ট্র কর্তৃক ঘোষিত ও আইনসিদ্ধ বিনিময় মাধ্যম,

২. অর্থ সর্বজনগ্রাহ্য একটি বিনিময় মাধ্যম;

৩. অর্থ মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে

মুদ্রা বা অর্থ কী?

অর্থের বৈশিষ্ট্য:

৪. দেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করে;

৫. সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে;

৬. ঋণের চুক্তি মিটিয়ে থাকে।

মুদ্রা বা অর্থের কার্যাবলি

বিভিন্ন দিক থেকে অর্থের কার্যাবলি আলোচনা করা যায়। যেমন-

বাণিজ্যিক কার্যাবলি;

সামাজিক কার্যাবলি;

মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি

মুদ্রা বা অর্থের কার্যাবলি

ক) বাণিজ্যিক কার্যাবলি

অর্থের প্রধান কাজ হলো বাণিজ্যিক কার্যাবলি সম্পাদন করা।

১। বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি: দ্রব্য ও সেবার লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয় অর্থের মাধ্যমে। তাই বিনিময়ের মহান হিসেবে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২। মূল্যের পরিমাপক: অর্থের মাধ্যমে দ্রব্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করা হয়। ব্যবসায় বাণিজ্যে দ্রব্য ও সেবা ক্রয় বিক্রয়ের সময় অর্থের মাধ্যমে এদের মূল্য নির্ধারণ করে দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করা হয়।

মুদ্রা বা অর্থের কার্যাবলি

৩। স্থগিত লেনদেনের মান: ভবিষ্যতে পরিশোধের শর্তে বাকিতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে এবং এর মূল্য অর্থ দ্বারা নির্ধারণ করা হয়।

৪। সঞ্চয়ের বাহনঃ দ্রব্য ও সেবা বিক্রয় করে যে অর্থ পাওয়া যায়, তা সহজে ও নিরাপদে সঞ্চয় করে রাখা যায়। সুতরাং সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

মুদ্রা বা অর্থের কার্যাবলি

৫। মূল্য স্থানান্তর : বর্তমানে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তার স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করে সহজেই অন্য স্থানে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয় করতে পারে । এভাবে মূল্য স্থানান্তরে অর্থ ব্যাপক ভূমিকা রাখে ।

মুদ্রা বা অর্থের কার্যাবলি

৬. ঋণের সুবিধা: বর্তমানে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে ব্যবসায় বাণিজ্যের গতি বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশ্বব্যাপী ঋণ একটি স্বীকৃত মূলধনের উৎস। এ ছাড়াও ব্যবসায়িক লেনদেনে চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল, পে-অর্ডার, ঋণপত্র ইত্যাদি ব্যবহৃত হয় । যা মূলত ঋণের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে ।

মুদ্রা বা অর্থের কার্যাবলি

৭। তারল্যের মান: অর্থ দ্রুত হাত বদলায়। এর চেয়ে তরল অন্য কোনো মাধ্যম নেই। অর্থ চাহিবামাত্র যেকোনো সময় অতি সহজে অর্থকে দ্রব্য বা সেবায় আবার দ্রব্য ও সেবাকে অর্থে রূপান্তর করা যায়।

৮। সর্বোচ্চ তৃপ্তি অর্জন: দ্রব্যের দাম ও তা থেকে প্রাপ্ত প্রান্তিক উপযোগ সমান হলে ভোক্তা সর্বোচ্চ তৃপ্তি লাভ করে । ভোক্তার নিকট অর্থ থাকলে তার ইসলাম যেকোনো দ্রব্য জয় ও ভোগ করে তৃপ্তি লাভ করতে পারে।

মুদ্রা বা অর্থের কার্যাবলি

৯। বণ্টন সম্পাদন: উপকরণের প্রান্তিক উৎপাদন ক্ষমতা অনুসারে প্রত্যেকের প্রাপ্য অংশ ভাগ কা দিলে বণ্টন ন্যায্য হয়। অর্থ ছাড়া উৎপাদনের উপকরণসমূহের মধ্যে তাদের পারিশ্রমিক নিখুঁতভাবে ভাগ করে দেওয়া সম্ভব নয়।

মুদ্রা বা অর্থের কার্যাবলি

খ) সামাজিক কার্যাবলি

১। সামাজিক কাঠামো উন্নয়ন: সামাজিক কাঠামো উন্নয়ন ও যুগোপযোগী করতে অর্থ ব্যাপা রাখে । সামাজিক আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, সভ্যতা অর্জন ও তা লালন বা সংরক্ষণ করতে অর্থের প্রয়োজন হয়।

মুদ্রা বা অর্থের কার্যাবলি

২। সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি: অর্থ-সম্পদ সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করতে সহায়তা করে। বর্তমান যুগে অর্থ মান-মর্যাদা নির্ণয়ের এক ধরণের একক হিসেবে কাজ করে।

৩. সামাজিক সম্পর্ক সুদৃঢ়করণে: বর্তমানে মানুষ মানুষের সাথে সামাজিক সম্পর্ক রক্ষার জন্য বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করে, যেমন- বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদিতে দাওয়াত, উপহার বিনিময়, বিপদ-আপদে আর্থিক সাহায্য ইত্যাদি। এগুলোর জন্য অর্থের প্রয়োজন হয়।

মুদ্রা বা অর্থের কার্যাবলি

৪. ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা: বর্তমানে অর্থ সঞ্চয় করে রাখলে ভবিষ্যতে মানুষের অনিশ্চিত জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তা বিধান করা সম্ভব হয়

মুদ্রা বা অর্থের কার্যাবলি

গ) মনস্তাত্ত্বিক কার্যাবলি

অর্থ থাকলে মানুষের বর্তমান ও ভবিষ্যত জীবন নিশ্চিত হয়, মান-মর্যাদা পায়। এ কারণে অর্থশ ব্যক্তির মনোবল বৃদ্ধি পায়এ মনোবল মানুষকে প্রভাবশালী করে তুলে। অর্থ না থাকলে অর্থবহ যে কো পরিকল্পনা অর্থহীন হয়ে যায়অর্থ মানসিক শক্তি বৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

ক) বিহিত মুদ্রা

নগদ অর্থ, ব্যাংক চেক, ব্যাংক ড্রাফট ইত্যাদির মাধ্যমে লেনদেনের কাজ করা যায়। কিন্তু কোনো দ্রব্য ক্রয় করতে গেলে নগদ অর্থ ছাড়া ব্যাংক চেক বা অন্য কোনো মাধ্যম গ্রহণে বিক্রেতাকে বাধ্য করা যায় না। কারণ ব্যাংক চেক বা অন্য কোনো বিনিময়ের মাধ্যম গ্রহণ করতে জনগণ বাধ্য নয়।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

যে মুদ্রা বা অর্থ দেশের সরকারের আইন দ্বারা প্রচলন করা হয় এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে জনসাধারণ গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে তাকে বিহিত মুদ্রা বা Legal Tender Money বলে।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

ব্যাংক চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল, ট্রেজারি বিল, প্রাইজবন্ড ইত্যাদি প্রায় মুদ্রার মত কাজ করলেও তা বিহিত মুদ্রা নয়। এগুলোকে ঐচ্ছিক মুদ্রা বা Optional Money বলে। বিহিত মুদ্রা দুই ধরনের। যথাঃ

১। অসীম বিহিত মুদ্রা

২। সসীম বিহিত মুদ্রা

১। 

সসীম

২। 

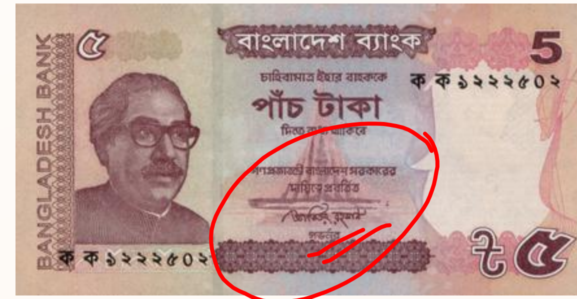
অসীম

৩। 

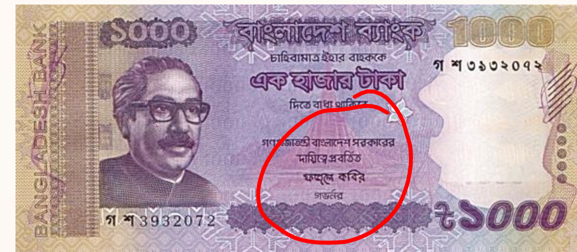
সসীম

৪। 

অসীম

৫। 

অসীম

৬। 

অসীম

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

i) অসীম বিহিত মুদ্রা

যে বিহিত মুদ্রা দ্বারা যে কোনো পরিমাণ লেনদেন সম্পাদন করা যায় তাকে অসীম বিহিত মুদ্রা বলে।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

পাওনার পরিমাণ অনেক বেশি হলেও পাওনাদার অসীম বিহিত মুদ্রার মাধমে তা বাধ্য থাকে। বাংলাদেশে যেমন, ৫, ১০, ২০, ৫০, ১০০, ৫০০ এবং ১০০০ টাকার কাগজী মুদ্রা এবং ৫ টাকার কয়েন অসীম বিহিত মুদ্রার উদাহরণ। অসীম বিহিত মুদ্রার বিপরীতে সরকার আর্থিক কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ মূল্যবান ধাতু যেমন- স্বর্ণ, রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখা হয়।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

কখনো যদি কেউ এই কাগজী নোট সরকারকে ফেরত দিয়ে রিজার্ভকৃত সমপরিমাণ , রৌপ্য, অন্যান্য মূল্যবান ধাতু বা বৈদেশিক মুদ্রা নিতে চায় তবে সরকার তা দিতে বাধ্য থাকে। এ জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত সকল নোটের মধ্যে "চাহিবামাত্র ইহার বাহককে দিতে বাধ্য থাকিবে" এই নির্দেশ নামা লিখে সরকারের পক্ষে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর স্বাক্ষর করেন।

ii) সসীম বিহিত মুদ্রা

যে বিহিত মুদ্রার মাধ্যমে শুধুমাত্র স্বল্প পরিমাণ লেনদেন সম্পাদন করা যায় কিন্তু বড় লেনদেন সম্পাদন করা যায় না তাকে সসীম বিহিত মুদ্রা বলে।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

পাওনার পরিমাণ অনেক বেশি হলে সসীম বিহিত মুদ্রা গ্রহণে পাওনাদারকে বাধ্য করা যায় না। বাংলাদেশে যেমন, ১ ও ২ টাকার কাগজী মুদ্রা এবং ৫, ১০, ২৫, ৫০ পয়সা, ১ ও ২ টাকার ধাতব মুদ্রা হলো সসীম বিহিত মুদ্রা।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

সসীম বিহিত মুদ্রার বিপরীতে স্বর্ণ, রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা রিজার্ভ রাখা হয় না। তাই জনগণ দাবি করলে সরকার এসব অর্থের সমপরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য বা বৈদেশিক মুদ্রা পরিশোধ করতে বাধ্য নয় । এগুলো শুধু দেশের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লেনদেন বা বড় মুদ্রার অবিভাজ্যতা সংক্রান্ত অসুবিধা দূর করতে ব্যবহৃত হয়।

একটি দেশের যেকোনো বিহিত মুদ্রার পরিমাণ নির্দিষ্ট এবং সসীম। সংখ্যা দিয়ে তা পরিমাপ করা যায় ।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

খ) আমানত

দেশে আর্থিক কর্তৃপক্ষ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেমন, বাণিজ্যিক ব্যাংক, বিভিন্ন বিশেষায়িত ব্যাংক যেমন, কৃষি ব্যাংক, শিল্প ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি মুনাফার আশায় জনগণের সঞ্চিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অর্থ সুদ প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংকে জমা রাখে।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

এ অর্থগুলো গচ্ছিত রেখে যাদের অর্থের প্রয়োজন তাদেরকে অধিক সুদে ঋণ প্রদান করে। জনগণও তাদের আয়ের উদ্বৃত্ত অলসভাবে ফেলে না রেখে নিশ্চিত কিছু লাভের আশায় বা নিরাপত্তার জন্য ব্যাংকে তা জমা রাখেন। ব্যবসায়ীগণও তাদের ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পাদনে সুবিধা ও নিরাপত্তার জন্য ব্যাংকে অর্থ জমা রাখেন।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

উল্লেখিত ব্যাংকসমূহ জনগণের বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে যে জমা রাখে তাকে আমানত বলে।

এ ধরনের আর্থিক প্রতিষ্ঠান শুধু যে নগদ অর্থ জমা রাখে তা নয় বরং ব্যাংক চেক, বিনিময় থাকে ইত্যাদির মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে থাকে।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

আমানত তিন প্রকার। যথা-

- চলতি আমানত
- সঞ্চয়ী আমানত
- স্থায়ী আমানত

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

i) চলতি আমানত

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন মনে করেন যে, তার জমাকৃত অর্থ যেকোনো সময় উত্তোলনের প্রয়োজ হতে পারে, তখন তাঁরা ব্যাংকে চলতি হিসাব খুলে আমানত করে থাকেন। চলতি আমানতের অর্থ যেকোনো উত্তোলন করা যায়। চাহিবামাত্র ব্যাংক তা গ্রাহককে দিতে বাধ্য থাকে। তাই চলতি আমানতের উপর কোনো সুদ দেওয়া হয় না।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

ব্যাংক তাদের লেনদেনের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছে যে, সকল আমানতকারী একসাথে তাদের জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করতে আসেন না। তাই চলতি আমানতের একটি অংশ ব্যাংক নগদ আকারে প্রতিদিন ভল্টে গচ্ছিত রেখে বাকি অর্থ কোনো লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করে।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

ii) সঞ্চয়ী আমানত

জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় যে আমানত হিসাবের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় তাকে সঞ্চয়ী আমানত বলে। সঞ্চয়ী আমানতকারীগণ কোনো নির্দিষ্ট সময় মেয়াদের জন্য অর্থ আমানত করেন না। আমানতকারী আমানতের উপর কিছু সুদ দেওয়া হয়। তবে, এই সুদ প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক কিছু শর্ত আরোপ করে থাকে।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

যেমন, সপ্তাহে দুই বারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যাবে না বা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক অর্থ উত্তোলন করতে চাইলে পূর্ব নোটিশ করে ব্যাংককে অবহিত করতে হবে ইত্যাদি ।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

i) চলতি আমানত (Demand Deposits)

কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন মনে করেন যে, তার জমাকৃত অর্থ যেকোনো সময় উত্তোলনের প্রয়োজ হতে পারে, তখন তাঁরা ব্যাংকে চলতি হিসাব খুলে আমানত করে থাকেন। চলতি আমানতের অর্থ যেকোনো উত্তোলন করা যায়। চাহিবামাত্র ব্যাংক তা গ্রাহককে দিতে বাধ্য থাকে। তাই চলতি আমানতের উপর কোনো সুদ দেওয়া হয় না।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

ব্যাংক তাদের লেনদেনের অভিজ্ঞতার আলোকে দেখেছে যে, সকল আমানতকারী একসাথে তাদের জমাকৃত অর্থ উত্তোলন করতে আসেন না। তাই চলতি আমানতের একটি অংশ ব্যাংক নগদ আকারে প্রতিদিন ভল্টে গচ্ছিত রেখে বাকি অর্থ কোনো লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করে।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

ii) সঞ্চয়ী আমানত (Savings Deposits)

জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় যে আমানত হিসাবের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা হয় তাকে সঞ্চয়ী আমানত বলে। সঞ্চয়ী আমানতকারীগণ কোনো নির্দিষ্ট সময় মেয়াদের জন্য অর্থ আমানত করেন না। আমানতকারী আমানতের উপর কিছু সুদ দেওয়া হয়। তবে, এই সুদ প্রদানের বিনিময়ে ব্যাংক কিছু শর্ত আরোপ করে থাকে।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

যেমন, সপ্তাহে দুই বারের বেশি টাকা উত্তোলন করা যাবে না বা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক অর্থ উত্তোলন করতে চাইলে পূর্ব নোটিশ করে ব্যাংককে অবহিত করতে হবে ইত্যাদি ।

iii) স্থায়ী আমানত

Fixed or Time Deposits

জনগণ বা প্রতিষ্ঠান যখন নিশ্চিত থাকেন যে, একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদের তার জমাকৃত অর্থ উত্তোলনের প্রয়োজন হবে না, তখন স্থায়ী আমানত হিসাবে অর্থ জমা রাখেন। এর জন্য অধিক পরিমাণ সুদ পাওয়া যায়। ব্যাংকগুলোও এই আমানতি অর্থ নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিশ্চিন্তে লাভজনক কাজে বিনিয়োগ করে থাকে।

বিহিত মুদ্রা ও আমানত

এই মেয়াদি আমানতের মেয়াদ ৩ মাস, ৬ মাস, ১ বছর, ৩ বছর, ৫ বছর ৬ বছর ইত্যাদি হতে পারে। মেয়াদ যত দীর্ঘ হবে সুদের হার তত বেশি হয়। এ আমানতের অর্থ মেয়াদ পূর্ণ হবার পূর্বে উঠানো গেলেও তখন চুক্তি অনুযায়ী সুদ পাওয়া যায় না। তখন সঞ্চয়ী আমানতের হারে স্বল্প সুদ দেয়া হয়। দেশের সরকারি এবং বেসরকারি মূলধন গঠনে স্থায়ী আমানতের অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মুদ্রা বা অর্থের মূল্য
Value of Money

অর্থের নিজস্ব মূল্য না থাকলেও অর্থ দ্বারা দ্রব্য ও সেবার মূল্য নিরূপণ করা হয়। অর্থ দ্বারা যেহেতু দ্রব্য সেবা ক্রয় করা যায় সেহেতু অর্থের ক্রয় ক্ষমতাকে অর্থের মূল্য বলা হয়। সুতরাং এক একক অর্থ দ্বারা যে পরিমাণ দ্রব্য বা সেবা ক্রয় করা যায় তাকে অর্থের মূল্য বলে।

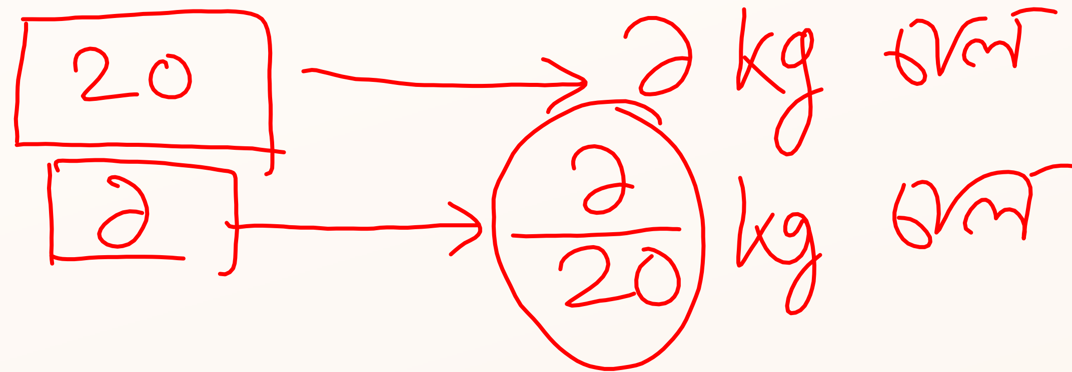
মুদ্রা বা অর্থের মূল্য
Value of Money

মনে করি, কয়েক বছর পূর্বে ১ কেজি চাউল ক্রয় করতে ২০ টাকা লাগত।

তখন

২০ টাকার ক্রয় ক্ষমতা বা মূল্য হলো ১ কেজি চাউল

১ টাকার ক্রয় ক্ষমতা বা মূল্য হলো $\frac{১}{২০}$ কেজি চাউল ।



মুদ্রা বা অর্থের মূল্য
Value of Money

আবার মনে করি, বর্তমানে ১ কেজি চাউল ক্রয় করতে ৪০ টাকা লাগে। অর্থাৎ ৪০ টাকার মূল্য এখন ১ কেজি চাউল।

৪০ টাকার ক্রয় ক্ষমতা বা মূল্য হলো ১ কেজি চাউল

১ টাকার ক্রয়ক্ষমতা মূল্য হলো $\frac{১}{৪০}$ কেজি চাউল।

সুতরাং বর্তমানে অর্থের মূল্য বা ক্রয় ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে, কারণ $\frac{১}{২০} > \frac{১}{৪০}$ ।

$\frac{1}{20} > \frac{1}{40}$

মুদ্রা বা অর্থের মূল্য
Value of Money

এখানে চাউলের মূল্য দ্বারা অর্থের মূল্য বের করা হয়েছে। এভাবে দ্রব্যের এককেকে সেই দ্রব্যের দাম দ্বারা ভাগ করলেই অর্থের মূল্য পাওয়া যাবে। যেমন,

১ টি কলমের দাম ৫ টাকা হলে অর্থের মূল্য হবে- $Vm = \frac{\text{দ্রব্যের একক (1)}}{\text{দ্রব্যের দাম (P)}}$

মুদ্রা বা অর্থের মূল্য
Value of Money

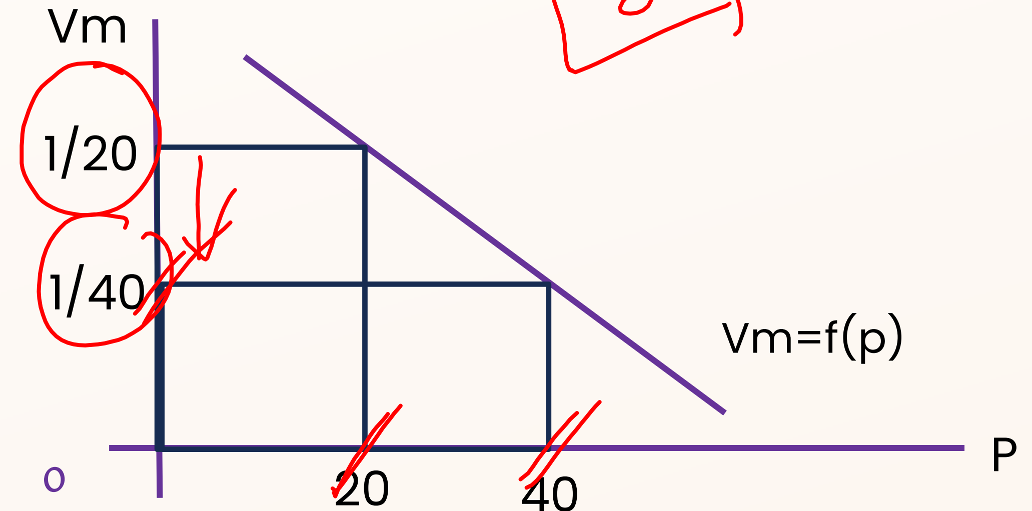
উপরোক্ত আলোচনা অর্থের মূল্যের সার্বজনীন সূত্র পেলামঃ

Vm= 1/P

যেখানে, Vm = অর্থের মূল্য, P = দামস্তর,

দামস্তর বাড়লে অর্থের মূল্য হ্রাস পায় ও দামস্তর কমলে অর্থের মূল্য বৃদ্ধি পায়।

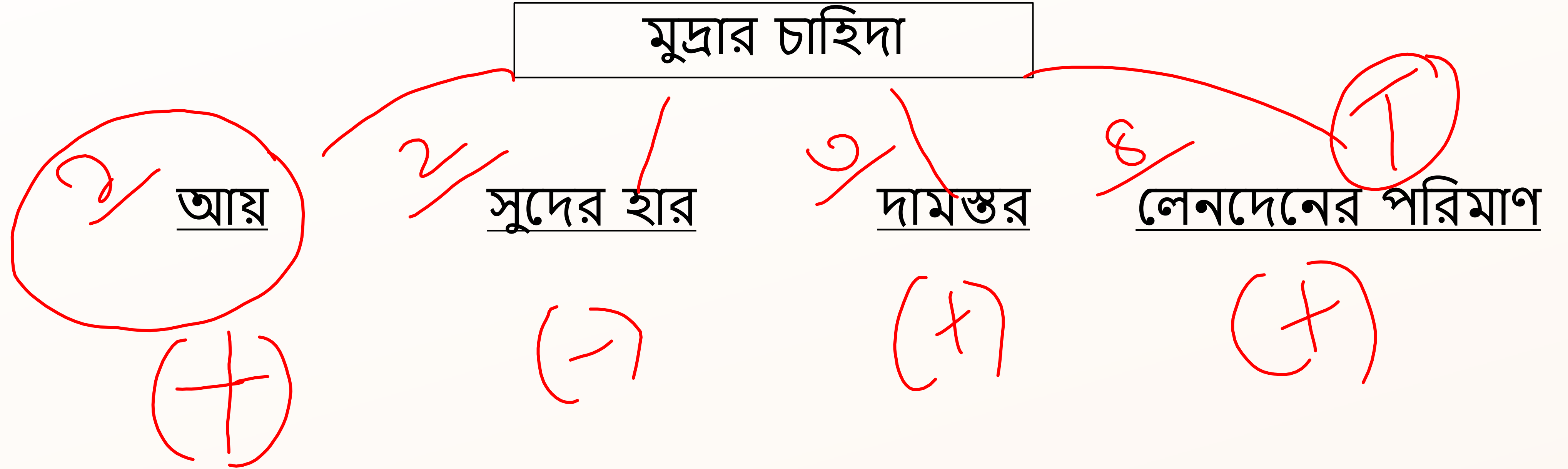
দ্রব্যের পরিমাণ	দাম	অর্থের মূল্য
১ কেজি	২০ টাকা	$\frac{১}{২০}$
১ কেজি	৪০ টাকা	$\frac{১}{৪০}$



মুদ্রা বা অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

HSC 2023 শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কোর্স [মানবিক বিভাগ]

10 MINUTE SCHOOL



মুদ্রা বা অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

মুদ্রার চাহিদা (Demand for Money)

ক) অধ্যাপক আরভিং ফিশারের মতামত

একটি দেশের সকল জনসাধারণ দ্রব্য ও সেবা ভোগের জন্য যে পরিমাণ অর্থ চায় তার সমষ্টিকে ঐ দেশের অর্থের চাহিদা বলে। একটি সমাজে যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবার প্রয়োজন সে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবা ক্রয় করতে যে পরিমাণ অর্থ লাগে মানুষ শুধু সেই পরিমাণ অর্থ চায়, তাই সে পরিমাণ অর্থই হলো সেই সমাজের অর্থের চাহিদা। অধ্যাপক আরভিং ফিশার অর্থের চাহিদাকে PT দ্বারা প্রকাশ করেছেন।

মুদ্রা বা অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

অর্থের চাহিদা, Md = PT

এখানে, Md = অর্থের চাহিদা, P= Price Level বা দাম স্তর এবং,

T = Transaction বা লেনদেনের পরিমাণ বা একটি সমাজের যে পরিমাণ দ্রব্য ও সেবার লেনদেন প্রয়োজন T দ্বারা সেই পরিমাণকে বুঝিয়েছেন। তাই দ্রব্য ও সেবার পরিমাণকে (T) তার গড় দাম (P) দ্বারা গুণ করলে অর্থের চাহিদা পাওয়া যায়।

10kg + 5 cloth

(10×10) = 100 20×5 = 100 → 100 + 100 = 200

মুদ্রা বা অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

মনে করি, কোনো সমাজে 100 একক দ্রব্যের প্রয়োজন। সেই দ্রব্যের দাম 10 টাকা করে হলে অর্থের চাহিদা হবে,

Md= PT = 10 x 100 = 1000 (P=10, T= 100)। অর্থাৎ উক্ত সমাজের অর্থের চাহিদা হলো 1000 টাকা।

একটি নির্দিষ্ট সময়ে দ্রব্য ও সেবা চাওয়ার পরিমাণ স্থির থাকলে দাম বাড়লে অর্থের চাহিদা বাড়ে।

T= 100 একক স্থির থেকে দাম স্তর P = 20 টাকা হলে অর্থের চাহিদা কত হবে?

অর্থের চাহিদা হবে Md= PT = 20 x 100 = 2000 টাকা।

আবার দামস্তর P স্থির থেকে T বাড়লেও অর্থের চাহিদা বাড়ে।

$Md = P \times T = 20 \times 100 = 2000$

$P\uparrow$ $Md\uparrow$

মুদ্রা বা অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

খ) কেম্ব্রিজ মতামত

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন অধ্যাপক বিশেষ করে অধ্যাপক মার্শাল ও পিগু অর্থের চাহিদা সম্পর্কে বলেছেন, মানুষ তার আয়ের একটি অংশ দৈনন্দিন ব্যয় ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় নির্বাহের জন্য নগদ আকারে হাতে ধরে রাখতে চায়। একটি সমাজের জনসাধারণ তাদের আয়ের যে অংশ দৈনন্দিন ও অপ্রত্যাশিত ব্যয় নির্বাহের জন্য নগদ আকারে হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে সে সমাজের অর্থের চাহিদা বলে।

(PXT) X(K)

মুদ্রা বা অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

তাদের মতে,

অর্থের চাহিদা, $Md = KPT$

এখানে, T= মোট জাতীয় উৎপাদনের পরিমাণ, P = উৎপাদিত দ্রব্যের (গড়) দাম, PT= জাতীয় আয় এবং K= মোট প্রকৃত আয়ের যে অংশ জনগণ নগদ তহবিল আকারে হাতে ধরে রাখতে চায়।

মুদ্রা বা অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

মনে করি, কোনো সমাজের জাতীয় উৎপাদন, T = 100 একক দ্রব্য এবং তার দামস্তর P= 10 টাকা। এখন জাতীয় আয় PT = 10x100 = 1000 টাকা এবং আয়ের যে অংশ নগদ আকারে হাতে ধরে রাখতে চায় তা হলো, K অংশ ¼ ।

এক্ষেত্রে অর্থের চাহিদা হবে, KPT = ¼ x 1000 = 250 টাকা। অর্থাৎ যে সমাজের আয় ১০০০ টাকা, সেই সমাজের অর্থের চাহিদা হবে ২৫০ টাকা।

$M_d = KPT = 250$ টাকা

$\frac{1}{4}(1000)$

HSC 2023
শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কোর্স
[মানবিক বিভাগ]
10 MINUTE SCHOOL

গ) জে.এম. কেইসের (J.M. Keynes) মতামত:

জে.এম. কেইসের (J.M. Keynes) মতে, মানুষের তিনটি উদ্দেশ্যে অর্থের চাহিদা হয়। যথা-

১) লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা

জনগণ ব্যক্তিগত কিংবা ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে দৈনন্দিন প্রয়োজন মিটানোর জন্য তাদের আয়ের যে পরিমাণ অর্থ নগদ আকারে হাতে ধরে রাখতে চায় তাকে লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা বলে।

মুদ্রা বা অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

২) সতর্কতাজনিত অর্থের চাহিদা

জনগণ ভবিষ্যতে বিপদ-আপদ, রোগে আক্রান্ত কিংবা হঠাৎ করে বেকার হয়ে পড়ার আশংকায় তার আয়ের যে অংশ নগদ আকারে হাতে জমা রাখতে চায় তাকে সতর্কতামূলক অর্থের চাহিদা বলে।

৩) ফটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদা:

সুযোগ সন্ধানী কারবারকে ফটকা কারবার বলে অভিহিত করা হয়। সুদের হার কম হলে টাকা ব্যাংকে জমা না রেখে, প্রয়োজনে ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে নগদ অর্থ হাতে রেখে ফটকা কারবারীরা অপেক্ষা করে। যখন মনে করে কোনো জিনিসের বর্তমান মূল্য কম কিন্তু ভবিষ্যতে বাড়তে পারে তখন নগদ অর্থ নিয়ে সেই দ্রব্যগুলো কিনে মজুত করে রাখে আর সময়মত তা বাজারে ছেড়ে দিয়ে অবিশ্বাস্য মুনাফা হাতিয়ে নেয়।

মুদ্রা বা অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

সুদের হার অধিক হলে এ ধরনের চাহিদা কমে যায়। কিন্তু সুদের হার কমে গেলে এ ধরনের চাহিদা বৃদ্ধি পায়।

কোনো একটি সমাজের লেনদেনজনিত অর্থের চাহিদা, সতর্কতাজনিত অর্থের চাহিদা ও ফটকা কারবারজনিত অর্থের চাহিদা যোগ করলে সমাজের মোট অর্থের চাহিদার পরিমাণ পাওয়া যায় ।

মুদ্রা বা অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

মুদ্রা বা অর্থের যোগান (Money Supply)

একটি নির্দিষ্ট সময়ে প্রচলিত সকল প্রকার বিহিত মুদ্রার সমষ্টিকে অর্থের যোগান বলে। অর্থ তার কার্য সম্পাদন করতে গিয়ে হস্তান্তরিত হয়ে বিভিন্ন খাতে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। তাই অর্থ সরবরাহের পরিমাণ বের করার জন্য সম্ভাব্য যে সকল খাতে অর্থগুলো থাকতে পারে সে সকল খাতের অর্থ যোগ করলে অর্থ সরবরাহের পরিমাণ জানা যায়।

মুদ্রা বা অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

i) অধ্যাপক মিল্টন ফ্রিডম্যানের মতামত

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক মিল্টন ফ্রিডম্যান (Milton Friedman) অর্থের যোগান বলতে জনগণের হাতে মুদ্রা, বাণিজ্যিক ব্যাংকের রক্ষিত জনগণের চাহিদা আমানত ও মেয়াদি আমানতের সমষ্টিকে বুঝিয়েছেন।

মুদ্রা বা অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

অর্থাৎ

Ms = CU + DD + TD

এখানে, M, = Money Supply, অর্থের যোগান

CU = Currency with Public (জনগণের হাতের মুদ্রা)

DD = Demand Deposit (বাণিজ্যিক ব্যাংকের চাহিদা আমানত)

TD = Time Deposit (বাণিজ্যিক ব্যাংকের মেয়াদি আমানত)।

মুদ্রা বা অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

ii) অধ্যাপক জে.জি. গার্লির মতামত

অধ্যাপক জে.জি. গার্লি অর্থ সরবরাহের পরিমাণকে আরো বিস্তৃত করেছেন। তাঁর মতে চেক, বন্ড, শেয়ার ও অন্যান্য ঋণপত্রও অর্থের মত কাজ করে। তাই অর্থের যোগান হলো-

$$Ms = CU + DD + TD + M'$$

এখানে, M’ = অর্থের মত কাজ করে এমন সব উপাদান যেমন- চেক, বন্ড, শেয়ার, ঋণপত্র ইত্যাদি

মুদ্রা বা অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

iii) আধ্যাপক আরভিং ফিশারের মতামত

আধ্যাপক আরভিং ফিশারের (Irving Fisher) মতে, বিহিত মুদ্রাকে তার প্রচলণ গতি ও ঋণপত্রকে তার প্রচলন গতি দ্বারা গুণ করে সমষ্টি করলে অর্থের যোগান পাওয়া যায় ।

$$M_s = MV + M'V'$$

মুদ্রা বা অর্থের চাহিদা ও যোগান
Demand and Supply for Money

$Ms = MV + M'V'$

এখানে,

Ms = অর্থের সরবরাহ, M= বিহিত মুদ্রার পরিমাণ, V = বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি;

M' = ঋণপত্রের পরিমাণ, V' = ঋণপত্রের প্রচলন গতি

মুদ্রার বা অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব: ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money: Fisherian Version

মূল বক্তব্য: অধ্যাপক ফিশারের মতে, অন্যান্য অবস্থা (যেমন, অর্থের প্রচলন গতি, অর্থের চাহিদা, প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী ইত্যাদি) স্থির থাকলে অর্থের পরিমাণের (M) সাথে দামস্তরের (P) সম্পর্ক সমানুপাতিক বা সমমুখী। কিন্তু অর্থের পরিমাণের (M) সাথে অর্থের মূল্যের (Vm) সম্পর্ক হবে বিপরীতমুখী।

V_m, M_d (−)

$M_d = PT$

$V_m = \frac{1}{P}$

$M_d = M_s \Rightarrow PT = MV + M'V'$

অনুমিত শর্ত:

১। অর্থনীতিতে পূর্ণ নিয়োগ ও পূর্ণ প্রতিযোগিতা বিরাজ করবে,

২। অর্থের নিজস্ব চাহিলা দাম নেই, অর্থ শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হবে,

৩। অর্থের প্রচলন গতি ও দামস্তর স্থির থাকবে।

৪। একটি নির্দিষ্ট সময়ে সমাজের দ্রব্য ও সেবা (transactions) ক্রয়ের চাহিদা স্থির।

মুদ্রার বা অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব: ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money: Fisherian Version

ফিশার তার বক্তব্য একটি বিনিময় সমীকরণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন।

$$MV + M'V' = PT$$

$MV + M'V'$ = অর্থের যোগান (Ms); PT = অর্থের চাহিদা (Md),

M = বিহিত মুদ্রার পরিমাণ এবং V = বিহিত মুদ্রার প্রচলন গতি,

M’ = ঋণপত্রের পরিমাণ এবং V' = ঋণপত্রের প্রচলন গতি।

মুদ্রার বা অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব: ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money: Fisherian Version

মূল বক্তব্যের গাণিতিক বিশ্লেষণঃ

বিনিময় সমীকরণটি,

$$MV+M'V'=PT$$

বা, $P=\dfrac{MV+M'V'}{T}$

ধরি, M=1000, V=5, M'= 500, V'=2, এবং T = 1000

P =

মুদ্রার বা অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব: ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money: Fisherian Version

বা, $P = \frac{(1000x5)+(500\ x\ 2)}{1000}$

বা, $P = \frac{(5000)+(1000)}{1000}$

বা, $P = 6$

সুতরাং, দামস্তর, P = 6 টাকা

এবং, অর্থের মূ 1/6

মুদ্রার বা অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব: ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money: Fisherian Version

এখন, অর্থের পরিমাণ M দ্বিগুণ করলে –

ধরি, M= 2000, V=5, M’= 1000, V’=2, এবং T = 1000



HSC 2023
শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কোর্স
[মানবিক বিভাগ]
10 MINUTE SCHOOL

বা, $P = \frac{(10000)+(2000)}{1000}$

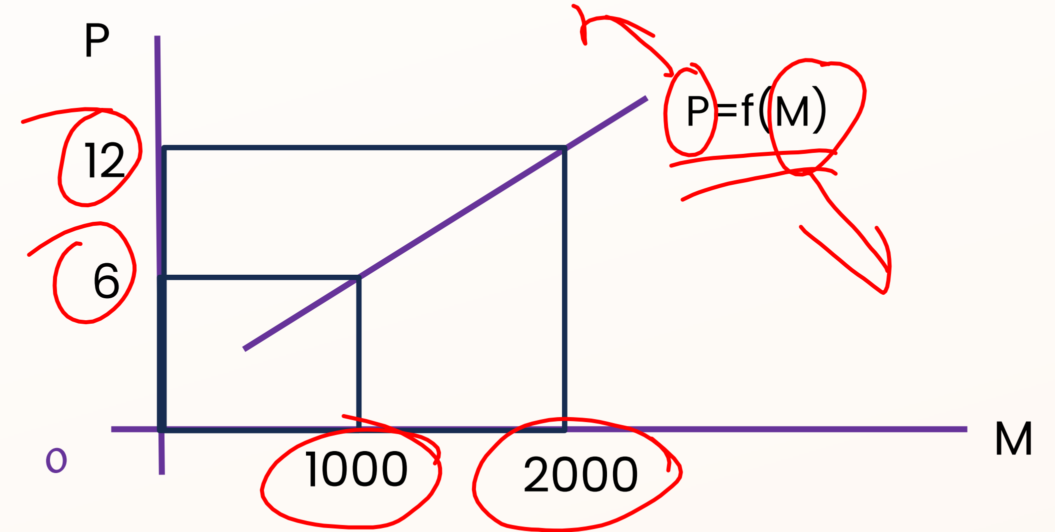
বা, P =12

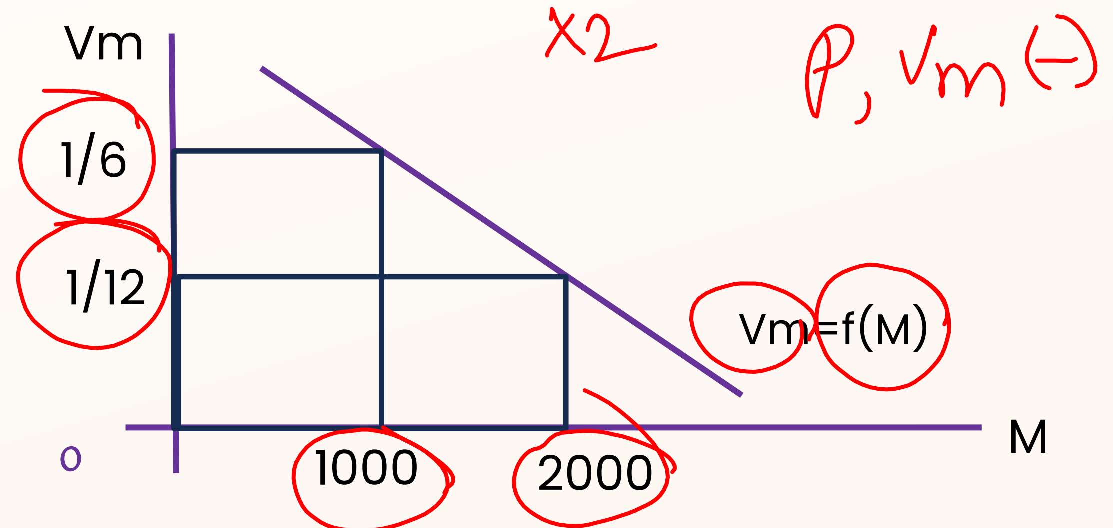
সুতরাং, দামস্তর, P = 12 টাকা

এবং, অর্থের মূল্য, Vm = 1/P= 1/12

মুদ্রার বা অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব: ফিশারীয় ভাষ্য
Quantity Theory of Money: Fisherian Version

অবস্থা	অর্থের পরিমাণ (M)	দামস্তর (P)	অর্থের মূল্য (Vm)
প্রাথমিক	1000 টাকা	6 টাকা	1/6
M দ্বিগুণ করলে	2000 টাকা	12 টাকা	1/12





সমালোচনা

১) বাজার ভারসাম্যের ন্যায় (চাহিদা-যোগানের সমতা) অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগানের সমতার দ্বারা অর্থের পরিমাণ ও অর্থের মূল্যের সম্পর্ক স্থাপন করলেও মূলত শুধু অর্থের যোগানকেই গুরুত্ব দেয়ায় সমীকরণটির তাৎপর্য কমে গেছে।

২) অর্থের প্রচলন গতি V হিসেব করা একটি অসম্ভব জটিল ব্যাপার.

৩) অর্থকে শুধুমাত্র বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করায় তত্ত্বটি সমালোচিত হয়েছে। অর্থ শুধু বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে না, মূল্যের সংরক্ষক ও এর নিজস্ব চাহিদাও রয়েছে।

৪) ফিশার যে সকল চলক স্থির ধরেছেন তা সত্যিই অবাস্তব ধারণা। কারণ অর্থ ও ঋণপত্রের প্রচলন গতি এবং জনগণের চাহিদা প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হতে পারে।

৫) প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কোথাও পূর্ণ নিয়োগ নেই।

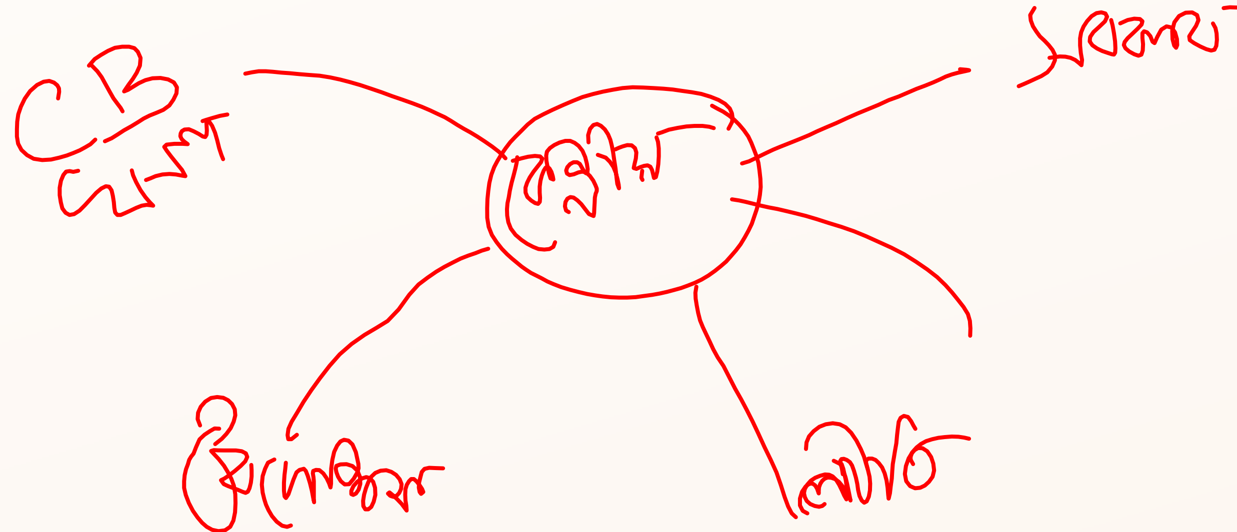
৬) মনস্তাত্ত্বিক কারণেও মানুষ অর্থের চাহিদা অনুভব করতে পারে তা বিবেচনা করা হয়নি।

ব্যাংক

ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা, আমানত হিসেবে জনগণের অর্থ জমা রাখে, উদ্যোক্তাদের সুদের বিনিময়ে ঋণ প্রদান করে, অর্থ সংরক্ষণ করে প্রয়োজনে অর্থ উত্তোলনের সুযোগ দান করে, বিলের বাটা করে ও মক্কেলদের হয়ে আর্থিক নিশ্চয়তা বা জামিন প্রদান করে।

ব্যাংক

একটি দেশের অর্থ বা মুদ্রা বাজারের শীর্ষে অবস্থান করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কাজ করে এবং অর্থ বাজারকে নিয়ন্ত্রণ করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থ বাজার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে ও বাইরে শাখা বিস্তার করে কাজ করার জন্য প্রয়োজন মত অন্যান্য কিছু ব্যাংকের অনুমোদন দিয়ে থাকে।



HSC 2023
শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি কোর্স
[মানবিক বিভাগ]
10 MINUTE SCHOOL

ব্যাংকের শ্রেণি বিভাগ

ব্যাংক:

1. উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ব্যাংক
2. শাখার ভিত্তিতে ব্যাংক

ব্যাংক

1. **উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে ব্যাংক**

- বাণিজ্যিক ব্যাংক
- বিশেষায়িত ব্যাংক (শিল্প কৃষি, বিনিময়, সঞ্চয়, সমবায়, ইসলামী ব্যাংক ইত্যাদি)

ব্যাংক

2. শাখার ভিত্তিতে ব্যাংক

- একক ব্যাংক
- শাখা ব্যাংক

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

খ) সরকারের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলি

১. সরকারের তহবিল সংরক্ষণ করে।

২. সরকারের আর্থিক লেনদেন সম্পাদনঃ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের হয়ে দেশের অভ্যন্তরের ও বৈদেশিক লেনদেন তথা দেনা-পাওনা নিষ্পত্তি করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

৩. সরকারের রাজস্ব আয়ের অর্থ, দেশী বিদেশী উৎস হতে ঋণ- অনুদান সরকারের তহবিলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক জমা গ্রহণ করে থাকে এবং সরকারের প্রয়োজন মত তা প্রদান করে।

৪. সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের, বিভাগের ও সংস্থার হিসাব আলাদা আলাদাভাবে সংরক্ষণ ও তার রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট বিভাগে সরবরাহ করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

৫. কেন্দ্রীয় ব্যাংক সরকারের বাজেট ঘাটতির সময় এবং অন্যান্য সময় যখন অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হয় তখন সরকারকে ঋণ হিসেবে অর্থ প্রদান করে থাকে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে তার তত্ত্বাবধান করে থাকে।

৬. বাংলাদেশ ব্যাংক আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর (বিশ্ব ব্যাংক, আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক) সাথে আন্তঃযোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

৭. দেশের অর্থনীতি শক্তিশালী করার জন্য আর্থিক নীতি পাশাপাশি রাজস্ব নীতি কেমন হওয়া উচিত সরকারকে সেই সম্পর্কে পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করে থাকে । এছাড়া আন্তর্জাতিক বিভিন্ন আর্থিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক যোগদান করে সরকারের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

৮. অর্থ বাজারের অভিভাবক হিসাবে আর্থিক নীতি গ্রহণ ও বাস্তব থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক। অর্থনীতি স্থিতিশীল করার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক কঠোর হস্তে তার হাতিয়ার গুলোর প্রয়োগ করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

গ) অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক হিসেবে কার্যাবলি

১. **তালিকাভুক্তকরণ:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকিং ব্যবস্থার অধীনে শর্ত সাপেক্ষে বিভিন্ন ব্যাংকের অনুমোদন দিয়ে থাকে বা সিডিউলভুক্ত করে থাকে।

২। **নিকাশ ঘরের কাজ:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক ক্লিয়ারিং হাউজ বা নিকাশ ঘরের মাধ্যমে তার তালিকাভূক্ত বিভিন্ন ব্যাংকের আন্তঃদেনা-পাওনার নিষ্পত্তি করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

৩। ঋণ দান ও তদারকি করা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক অন্যান্য ব্যাংকের ঋণের শেষ আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে। তালিকাভুক্ত বিভিন্ন ব্যাংকের প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ প্রদান করে এবং ঋণের অর্থ কীভাবে ব্যবহার হচ্ছে তার তদারকি করে থাকে।

৪. ঋণ আদায়ে সহযোগিতা: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভুক্ত বিভিন্ন ব্যাংক যখন প্রদত্ত ঋণের অর্থ আদায়ে সমস্যায় পড়ে তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার সর্বোচ্চ সামর্থ দিয়ে তা আদায়ে সহায়তা করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

৫. নিরীক্ষণ কাজ: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের তালিকাভূক্ত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠান সারা বছর সঠিকভাবে তাদের লেনদেন পরিচালনা করেছে কিনা তা কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিরীক্ষা (যাচাই) করে একটি প্রতিবেদন তৈরী করে থাকে।

৬. অন্যান্য ব্যাংকের জমা সংরক্ষণঃ তালিকাভুক্তির সময় শর্তারোপ করা হয় যে, জনগণের আমানতের একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখতে হবে। এই অর্থ কেন্দ্রীয় ব্যাংক সংরক্ষণ করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

৭. বিল পুনঃবাট্টাকরণ: বাণিজ্যিক ব্যাংকের মক্কেলদের বিল বাট্টাকরণ করার পর যদি বাণিজ্যিক ব্যাংক সাময়িক আর্থিক সংকটে পড়ে তবে, বাণিজ্যিক ব্যাংক উক্ত বিলসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রেখে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এটিকে বিলের পুনঃবাট্টাকরণ বলে।

৮। পরামর্শ প্রদান: কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার তালিকাভূক্ত ব্যাংকসমূহকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য নিরীক্ষা প্রতিবেদন অনুযায়ী পরামর্শ প্রদান করে থাকে।

ঘ) উন্নয়নমূলক কার্যাবলি

১. ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়ন: জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকার নিয়ম কানুন তৈরী ও বাস্তবায়ন করে।

২. অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে উন্নয়নঃ অর্থনীতির বিভিন্ন খাত যেমন-কৃষি, শিল্প, ব্যবসা বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য দিকে সমহারে উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক নীতি গ্রহণ করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

৩. বৈদেশিক বাণিজ্যের সহায়তা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে লেনদেনের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার সরবরাহ, মুদ্রার মান সংরক্ষণ ইত্যাদিভাবে বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা করে থাকে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা তৈরীতে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত দিয়ে সরকারকে সাহায্য করে থাকে। প্রাকৃতিক সম্পদ আবিষ্কার ও সংরক্ষণে সহায়তা করে থাকে। মানব সম্পদ উন্নয়নে বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান ও প্রকল্প বাস্তবায়ন করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

ঙ) অন্যান্য কার্যাবলি

১. **তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা করা:** সরকারের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করে থাকে এবং তা সরকারকে প্রদান করে থাকে।

২. **বার্ষিক রিপোর্ট তৈরী ও প্রকাশনা:** কেন্দ্রীয় ব্যাংক তার সারা বছরের কার্যক্রম তুলে ধরে রিপোর্ট তৈরী করে থাকে এবং তা জনসম্মুখে প্রিন্ট আকারে প্রকাশ করে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলি

৩. উৎসাহ প্রদান: অর্থনীতিতে বিশেষ অবদানের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে তালিকাভুক্ত করে। এতে তারা আরো উৎসাহিত হয় ।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে পদ্ধতি বা হাতিয়ার ব্যবহার করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে। থাকে তা দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরিমাণগত হাতিয়ার এবং

খ) ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত হাতিয়ার।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ

ক) ঋণ নিয়ন্ত্রণের পরিমাণগত হাতিয়ার

১. ব্যাংক হারের পরিবর্তন

বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিকট হতে কম সুদে ঋণ নিয়ে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অধিক সুদের হারে ঋণ দিয়ে মুনাফা অর্জন করে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক যে সুদের হারে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদান করে তাকে ব্যাংক হার বলে। এই ব্যাংক হার হ্রাস-বৃদ্ধির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ

২. খোলাবাজার নীতি

কেন্দ্রীয় ব্যাংক যখন খোলাবাজারের সঞ্চয় পত্র, বন্ড ইত্যাদি জন্য বিক্রয় করে তখন তা খোলাবাজার নীতি বলে। কেন্দ্রীয় ব্যাংক সাধারণ জনগণের নিকট ঋণপত্র বিক্রয় করলে ব্যাংকের আমানত কমে যায় এবং তাতে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদানের ক্ষমতা হ্রাস পায়। এভাবে কেন্দ্রীয় ব্যাংক খোলাবাজার নীতির মাধ্যমে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করে।

৩. রিজার্ভের হার পরিবর্তন

তালিকাভুক্তির শর্ত অনুযায়ী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ আমানতের একটি নির্দিষ্ট অংশ কেন্দ্রীয় ব্যাংকে জমা রাখে। একে রিজার্ভের হার বলা হয়। কেন্দ্রীয় ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদানের ক্ষমতা কমাতে চাইলে রিজার্ভের হার বাড়িয়ে দেয়। আবার বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদানের ক্ষমতা বাড়াতে চাইলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক রিজার্ভের হার কমিয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ

খ) ঋণ নিয়ন্ত্রণের গুণগত হাতিয়ার:

১. ঋণের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ: কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে ঋণের সর্বোচ্চ সীমা হ্রাস-বৃদ্ধি করে ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

২. মার্জিন নির্ধারণ: সম্পদ বন্ধকের বিনিময়ে জনসাধরণ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ ঋণ পেয়ে থাকে। কত পরিমাণ সম্পদ বন্ধক রেখে কত পরিমাণ ঋণ পাওয়া যাবে তার একটি মার্জিন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নির্ধারণ করে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ

৩. ঋণের রেশনিং: কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিশেষ কোনো খাতে ঋণের বরাদ্দ হ্রাস আবার কোনো খাতে বরাদ্দ বাড়াতে পারে। যখন ঋণের পরিমাণ বাড়ানোর প্রয়োজন হয় তখন কেন্দ্রীয় ব্যাংক নিষেধাজ্ঞাকৃত খাতের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে থাকে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ

৪। **প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ:** বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর ঋণ প্রদানের ক্ষমতার উপর কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে। প্রয়োজনে সার্কুলার জারি করে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ প্রদানের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে পারে। আবার এই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে পারে।

৫. **ভোক্তার ঋণ নিয়ন্ত্রণ:** এখন অনেকে ভোগ্য দ্রব্যসামগ্রী ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ক্রয় করে থাকে। এ ধরনের ঋণের শর্ত কঠিন কিংবা শিথিল করে কেন্দ্রীয় ব্যাংক ঋণ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ঋণ নিয়ন্ত্রণের হাতিয়ারসমূহ

৬. নৈতিক প্রণোদনা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক অনেক সময় বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোকে নৈতিক পরামর্শ দান করে যেমন ঋণ কমাতে পারে তেমনই উৎসাহ দিয়ে ঋণ বাড়াতেও পারে।

৭. প্রচার-প্রচারণা: কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারণা চালিয়ে বিশেষ খাতে ঋণ গ্রহণে উৎসাহিত করতে পারে। আবার ঋণ নিয়ে বিশেষ খাতে বিনিয়োগ করতে নিরুৎসাহিত করতে পারে।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

বাণিজ্যিক ব্যাংক হলো এমন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যা মুনাফা অর্জনের লক্ষ্যে জনগণের ও প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে কম সুদে আমানত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে এবং যাদের অর্থের প্রয়োজন তাদেরকে বেশি সুদে ঋণ প্রদান করে থাকে।

i) বাণিজ্যিক ব্যাংকের বৈশিষ্ট্য

ক) বাণিজ্যিক ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান

খ) মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত,

গ) জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে; বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করে,

ঘ) মূলধন গঠন করে,

ঙ) ঋণ প্রদান করে,

বাণিজ্যিক ব্যাংক

চ) ব্যবসা-বাণিজ্যে সহায়তা করে,

ছ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা করে,

জ) জনগণের অর্থ ও সম্পদ সংরক্ষণ করে,

ঝ) দ্রব্যমূল্য নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে,

ঞ) দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে সাহায্য করে ইত্যাদি

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

ক) সাধারণ ব্যাংকিং কার্যাবলি

১। আমানত গ্রহণ। বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কাজ হলো জনগণ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত গ্রহণ করা। এই আমানত তিন ধরনের হয়ে থাকে-

i) চলতি আমানত (Demand Deposits),

ii) সঞ্চয়ী আমানত (Savings Deposits),

iii) স্থায়ী আমানত (Fixed or Time Deposits)।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

২. ঋণ প্রদান: বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করে কণযোগ্য তহবিল গঠন করে এবং পরে যাদের অর্থের প্রয়োজন সে সকল উদ্যোক্তাদেরকে ঋণ প্রদান করে থাকে।

৩. বিনিময়ের মাধ্যমে সৃষ্টি করা: ঝুঁকিপূর্ণ নগদ অর্থের লেনদেন কমানোর জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন প্রকার বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি করেছে। যেমন- বাণিজ্যিক ব্যাংকের ইস্যুকৃত চেক, ব্যাংক ড্রাফট, হুণ্ডি, পে-অর্ডার, ভ্রমণকারী চেক, ক্রেডিট কার্ড, ডেবিট কার্ড ইত্যাদি

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

৪। ঋণ আমানত সৃষ্টি করা: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পুনরায় আমানত সৃষ্টি করতে পারে।

৫. বিনিময় বিল বা হুণ্ডি বাট্টাকরণ: বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলদের আর্থিক সংকটের সময় মেয়াদপূর্তির পূর্বেই কিছু কমিশন রেখে বিনিময় বিল ভাঙ্গিয়ে দেয়। একে বিনিময় বিল বাট্টাকরণ বলা হয় ।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

৬. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে সহায়তা: দেশের অভ্যন্তরে ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে অর্থের যোগান দিয়ে, অর্থ স্থানান্তর করে, বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দিয়ে প্রচুর সাহায্য করে থাকে। তাছাড়া আন্তর্জাতিক বাজার হতে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে বাণিজ্যিক ব্যাংক লেটার অব ক্রেডিটের (এল. সি.) মাধ্যমে পাওনা পরিশোধে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

৭. মূলধন গঠন: বাণিজ্যিক ব্যাংক সাধারণ জনগণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে বড় তহবিল গঠন করে। এছাড়া বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো মূলধন গঠনে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

খ) জনহিতকর কার্যাবলি

১. অর্থ স্থানান্তর: বাণিজ্যিক ব্যাংক দেশের অভ্যন্তরে চেক, ব্যাংক ড্রাফট, পে-অর্ডার, টি.টি ইত্যাদির মাধ্যমে অতি দ্রুত নিরাপদে অর্থ স্থানান্তর করে থাকে।

২. ওয়েজ আর্নার। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের বিদেশী শাখা গুলোর মাধ্যমে বিদেশে শ্রমিকদের মজুরি অতি দ্রুততম সময়ের মধ্যে দেশে তাদের আত্মীয় পরিজনের নিকট পৌঁছে দেয়ার ব্যবস্থা করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

৩. মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণ: বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের নিজস্ব লকারে ন্যূনতম সার্ভিস চার্জের মক্কেলদের মূল্যবান সম্পদ, দামী গহনা, গুরুত্বপূর্ণ দলিলপত্র ইত্যাদি নিরাপদে সংরক্ষণ করে থাকে।

৪। ভ্রমণে সুবিধা তৈরী: বাণিজ্যিক ব্যাংক তাদের ব্যাংক ড্রাফট, ভ্রমণকারীর চেক, ক্রেডিট কার্ড, ভিসা কার্ড, মাষ্টার কার্ড ইত্যাদির মাধ্যমে নগদ লেনদেন ঝুঁকিমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

খ) জনহিতকর কার্যাবলি

৫. সনদ প্রদান: বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো তাদের মক্কেলদের প্রয়োজনে, Bank Statement, Solvency Certificate, বিনিময় বিলের স্বীকৃতি পত্র ইত্যাদি সুযোগ সুবিধা প্রদান করে থাকে

৬. প্রকাশনা: বাণিজ্যিক ব্যাংক তার নিজের আর্থিক অবস্থা ও দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পর্যালোচনা করে গবেষণা ধর্মী বাৎসরিক প্রকাশনা জনগণের সম্মুখে প্রকাশ করে। এতে জনগণ সচেতন হয়।

গ) প্রতিনিধিত্বমূলক কার্যাবলি

১. ঋণ পত্রাদি সংগ্রহ ও প্রদান: বাণিজ্যিক ব্যাংক তার মক্কেলদের হয়ে চেক, প্রতিজ্ঞাপত্র, ল কুপন, আয়কর, বাড়ি ভাড়া, ৰীমা প্রিমিয়াম, গ্যাস বিল, বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল ইত্যাদি সংগ্রহ করে থাকে।

২. ঋণপত্রের ক্রয়-বিক্রয়: বাণিজ্যিক ব্যাংক তার গ্রাহকদের শেয়ার ডিবেঞ্চার ক্রয়-বিক্রয় করে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

৩. অছির কাজ: বাণিজ্যিক ব্যাংক মক্কেলদের বন্ধকী সম্পত্তি দেখাশোনা, মক্কেলদের হয়ে সম্পত্তি দেখাশোনা, সম্পত্তির কর আদায় ইত্যাদি কাজ করে থাকে।

৪। বৈদেশিক বিনিময়। বাণিজ্যিক ব্যাংক বৈদেশিক বিভিন্ন প্রকার দেনা-পাওনা পরিশোধ করবে বিনিময় কাজ সহজ করতে সহায়তা করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলি

৫. শেয়ার-সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়: বাণিজ্যিক ব্যাংক বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, ডিবেঞ্চার, সরকারি বন্ড, সিকিউরিটিজ ক্রয়-বিক্রয়ে প্রতিনিধিত্ব করে থাকে।

৬. অবলেখক: বাণিজ্যিক ব্যাংক নতুন নতুন কোম্পানির প্রাথমিক শেয়ার ও ঋণপত্র বিক্রয়ের জন্য কোম্পানির অবলেখক হিসেবে কাজ করে।

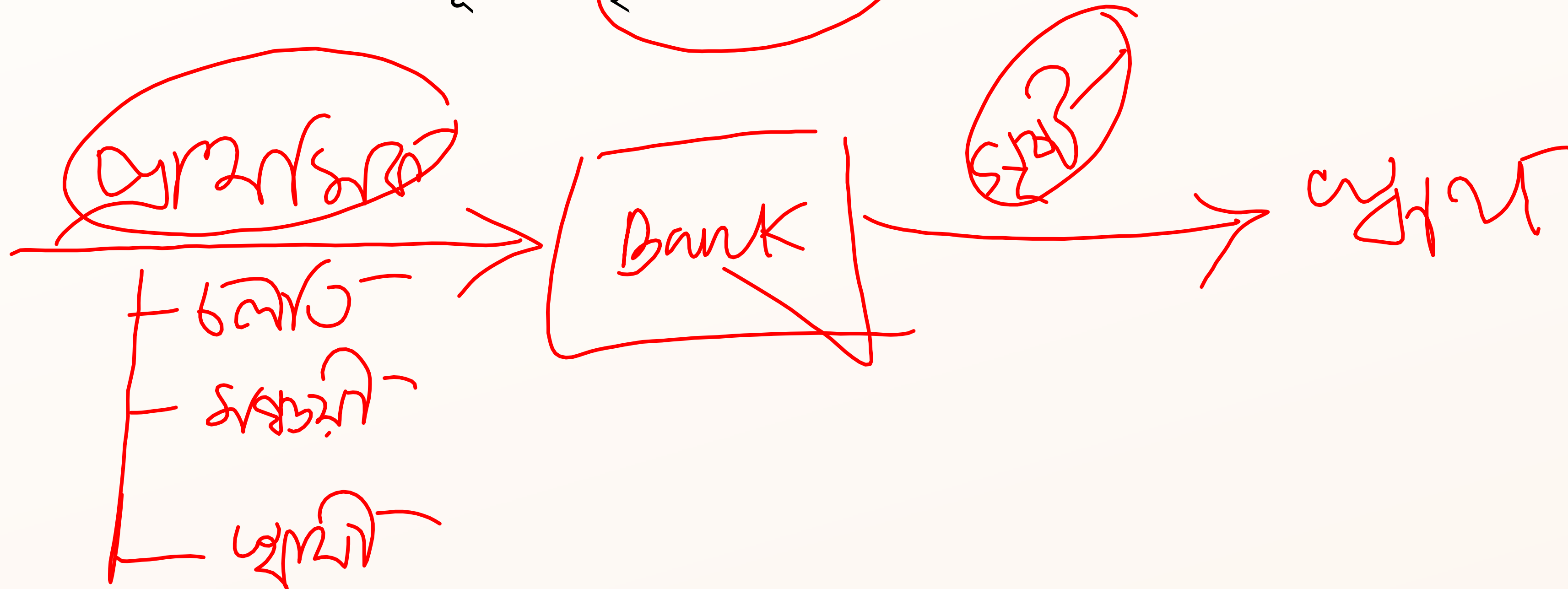
৭। গোপনীয়তা রক্ষা: বাণিজ্যিক ব্যাংক তার সকল গ্রাহকের লেনদেন ও আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে গোপনীয়তা রক্ষা করে থাকে।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন

আমরা জানি, বাণিজ্যিক ব্যাংক জনগণ বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আমানত সংগ্রহ করে। আমানত দুই ধরনের হয়।

১. প্রাথমিক বা প্রকৃত আমানত এবং

২. উদ্ভূত বা সৃষ্ট আমানত।



বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন

জনগণ বা প্রতিষ্ঠান যখন স্বেচ্ছায় কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকে অর্থ জমা রাখে তাকে প্রাথমিক বা প্রকৃত আমানত বলে। অপরদিকে মনে করি, বাণিজ্যিক ব্যাংক কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনো সম্পত্তি জামানত রেখে ঋণ দেয়। ঋণগ্রহিতার নামে একটি হিসাব খুলে তাতে টাকা স্থানান্তর করে দেয়। এর ফলে ঋণ প্রদান করাতে আমানত সৃষ্টি হলো।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন

এই ধরনের আমানতকে উদ্ভূত বা সৃষ্ট আমানত বলে। সৃষ্ট আমানতের ফলে অর্থের যোগান বৃদ্ধি পায়। কারণ, এক্ষেত্রে ঋণগ্রহিতা বা আমানতকারী প্রকৃতপক্ষে (জামানত হিসেবে) কোনো সম্পত্তি জমা দিচ্ছে অর্থ নয়। তাই গোটা অর্থনীতিতে অর্থের যোগান বেড়ে যায়।

"প্রত্যেক ঋণই আমানত তৈরি করে"

১। ঋণগ্রহীতা আমানতের বিপরীতে চেক ইস্যু করে অর্থ উঠাবে,

২। কিছু ঋণগ্রহীতা সেই ঋণ নিয়ে অন্য ব্যাংকে আমানত হিসেবে রাখতে পারে,

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন

সমগ্র ব্যাংক ব্যবস্থায় সকল ব্যাংকের কার্যক্রমের মাধ্যমে অতিরিক্ত নগদ জমার বা Excess reserves এর কয়েক গুণ বেশি ঋণ সৃষ্টি বা আমানত সৃষ্টি করতে পারে। তবে এটি কার্যকরের জন্য কয়েকটি অনুমিত শর্ত পালন করতে হয়। যথা-

১। জনগণের ব্যাংকিং অভ্যাস এমন যে তারা সকল লেনদেন ব্যাংকের মাধ্যমে সম্পন্ন করে;

২। দেশে একাধিক বাণিজ্যিক ব্যাংক থাকতে হবে,

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন

ঋণ সৃজনের সূত্রঃ

$$TD = PD\left[\frac{1}{1-(1-Rr)}\right]$$

TD = মোট আমানত

PD = প্রাথমিক আমানত

Rr = রিজার্ভের হার

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন

মনে করি,

PD = 400

Rr = 50%

$TD = 400[\frac{1}{1-(1-\frac{50}{100})}]$ = $400[\frac{1}{1-(1-\frac{1}{2})}]$ = $400[\frac{1}{1-(\frac{1}{2})}]$= $400[\frac{1}{\frac{1}{2}}]$= 400

X 2= 800

সৃষ্ট আমানত= 800-400= 400 টাকা

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ঋণ সৃজন

PD = 1000

Rr = 20%

$$TD = 1000\left[\frac{1}{1-\left(1-\frac{20}{100}\right)}\right] = 1000\left[\frac{1}{1-\left(1-\frac{1}{5}\right)}\right] = 1000\left[\frac{1}{1-\left(\frac{4}{2}\right)}\right] = 1000\left[\frac{1}{\frac{1}{5}}\right] =$$

1000 X 5= 5000

সৃষ্ট আমানত= 5000-1000=4000 টাকা।

ধন্যবাদ!

কোর্স সম্পর্কিত যেকোনো জিজ্ঞাসায়,

কল করো 16910